বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বার্তা

২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১১

সম্পাদকীয়

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য উন্নয়ন- বিশেষ করে নারী, সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রান্তিক ও অসহায় জনগোষ্ঠীকে সেবা সহায়তা কাঠামোর ভিত্তি সুদৃঢ় করে উন্নয়নের মূল স্রোতে নিয়ে এসে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ০২ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের জারীকৃত রিজুলিউশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়| পরবর্তীতে ০৪ আগষ্ট ২০০৫ তারিখে ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের আওতায় রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস কর্তৃক নিবন্ধিত হয়| এসব কার্যক্রমের আওতায় কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন, সুপেয় পানি সরবরাহ, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, নারীর ক্ষমতায়ন, বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার, সেলাই ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ, কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন, উপজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, মাদক, শিশু ও নারী পাচার প্রতিরোধ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, যৌতুক, বাল্য ও বহু বিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে| বিএনএফ এবং এর সহযোগীদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় দেশের দরিদ্র এবং অতি দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখা সম্ভব হচ্ছে| এ সব কার্যক্রম বিষয়ক তথ্য সর্বসাধারণের নিকট তুলে ধরার লক্ষ্যে গত জুলাই-সেপ্টেম্বর-২০১১ সময়কালের বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বার্তা ৭ম সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে| বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বার্তার চলতি সংখ্যা সম্পর্কে সকলের পরামর্শ ও মন্তব্য পেলে আগামীতে আরও সুন্দরভাবে প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে|

চেক বিতরণ

চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে সাধারণত ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান উপস্থিত থেকে সহযোগী সংস্থার মধ্যে চেক বিতরণ করেন| তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা ও দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের উপস্থিতিতে চেক বিতরণ করা হয়|

গত ২২ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহীদের মধ্যে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ কিস্তি অনুদানের চেক প্রদান অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এনজিওর প্রধান নির্বাহীদের নিকট থেকে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কাজের বর্ণনা শুনছেন|

গত অক্টোবর ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১১ তারিখ পর্যন্ত ৩টি সভায় ৮৯টি এনজিও-কে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের কনফারেন্স রুমে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ কিস্তির চেক প্রদান করা হয়| চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক উপস্থিত থেকে এনজিও-র প্রধান নির্বাহীদের নিকট চেকগুলো হস্তান্তর করেন|

মানবাধিকার বিষয়ক সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বাংলাদেশ মানবাধিকার সাংবাদিক ফোরাম (বিএমএসএফ) জাতীয় পর্যায়ের সাংবাদিক কমিউনিটি ভিত্তিক একটি সংস্থা| ১৯৯১ সালের ১০ জানুয়ারী ঢাকাসহ সারাদেশের সাংবাদিকগণ ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে একত্রিত হয়ে মানবাধিকার উন্নয়নে ও সংরক্ষণে ভূমিকা পালনের জন্য সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন|

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) এর অর্থায়নে বাংলাদেশ মানবাধিকার সাংবাদিক ফোরাম গত ২০০৭ থেকে মানবাধিকার সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে| দেশের তৃণমূল পর্যায়ের সাংবাদিকদের সংগঠিত করে তাদেরকে জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ-১৯৪৮, নারী অধিকার সনদ-১৯৭৯ ও শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি এবং অধিকার ভিত্তিক প্রতিবেদন লেখার উপর দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়| এখন পর্যন্ত গত তিন বছরে ১৫টি জেলায় তিনশত তৃণমূল সাংবাদিককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে| আগামী এক বছরে আরও ৫টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে|

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের নিকট থেকে ২০০৭ সালে ১ম কিস্তির ১ লক্ষ টাকা পেয়ে বাংলাদেশ মানবাধিকার সাংবাদিক ফোরাম রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও ঢাকা জেলায় মানবাধিকার সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করেছে| ২য় কিস্তির টাকায় তারা রংপুর, যশোর, কুমিল-া, সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলায় প্রায় ১০০ জন সাংবাদিককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে| ৩য় কিস্তির ২.৫ লক্ষ

টাকায় বিএমএসএফ সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, নড়াইল, মাগুরা ও ঝিনাইদহ জেলার ১০০ জন সাংবাদিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে| এ সব প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিভিন্ন সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসকগণ, অতিরিক্ত বিভাগীয় পুলিশ কমিশনারগণ, জেলা তথ্য কর্মকর্তাগণ, প্রেসক্লাবের কর্মকর্তাগণ এবং বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকগণ| সিনিয়র সাংবাদিকগণ প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন| প্রতিটি কর্মশালায় তৃণমূল পর্যায়ের ২০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেছিলেন|

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিশেষজ্ঞ দ্বারা তৈরিকৃত প্রশিক্ষণ ম্যাটেরিয়ালস/মডিউলের মাধ্যমে মানবাধিকার ও সাংবাদিকতা, মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক নানা চিত্র বিশে-ষণ, সমস্যা এবং মানবাধিকার বিষয়ক সংবাদ লেখার সুনির্দিষ্ট ধারণা প্রদান করা হয়| প্রশিক্ষণার্থীরা জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার, নারী অধিকার ও শিশু অধিকার বিষয়ক সনদ সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান অর্জন ও এসব বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করছেন| প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সাংবাদিকগণ নিজ নিজ এলাকায় মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক ঘটনা ঘটলে সেখান থেকে ঘটনার সুনির্দিষ্ট বিষয় জেনে, যাচাই ও বিশে-ষণ করে নিজ নিজ পত্রিকায় ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং রিপোর্ট প্রেরণ করেন, যার ভিত্তিতে সংঘটিত ঘটনা বিষয়ে সরকার বা সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষ তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে| প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি আমাদের দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে|

সহযোগী এনজিওর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন

বাংলাদেশ এনিজও ফাউন্ডেশনের সহযোগী এনজিওর কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য অবসর প্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপ-সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব, সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন সহযোগী অধ্যাপক কে অন্তর্ভুক্ত করত ১৮ জনের পরিবীক্ষণ টিম গঠন করা হয়েছে| তাঁরা সরেজমিনে পরিদর্শনের পর এনজিওর কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অফিস ব্যবস্থাপনা ও অনুদানের অর্থ

সঠিকভাবে ব্যয় হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করত সংশি-ষ্ট এনজিও পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে ফাউন্ডেশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করেন| বর্ণিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ফাউন্ডেশন পরবর্তী কিস্তি প্রদান অথবা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে| এ যাবৎ ৮৭৬টি সহযোগী সংস্থা পরিবীক্ষণ করা হয়েছে| তন্মধ্যে ১৫৯টি সহযোগী সংস্থাকে দ্বিতীয়বার পরিবীক্ষণ করা হয়েছে| ৮৭৬টি সহযোগী সংস্থা পরিবীক্ষণের ফলাফল নিম্নের চিত্র থেকে সুস্প ষ্ট হবে ঃ

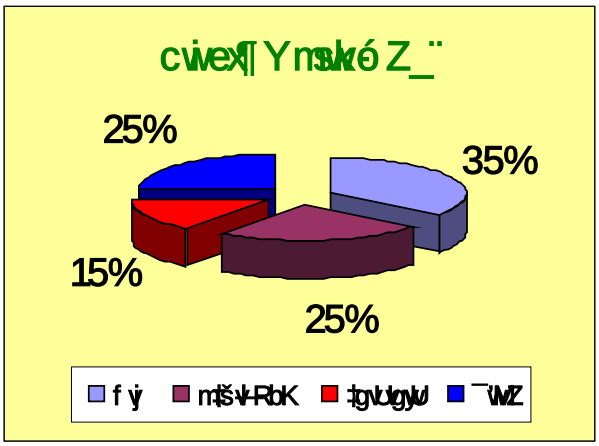

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলা সফর

গত ১২ নভেম্বর ২০১১ তারিখ সকাল ০৮-০০ টায় অফিসের জীপ যোগে মৌলভীবাজারের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে বেলা ২-০০ টায় মৌলভীবাজার পৌঁছান| মৌলভীবাজার বার সমিতির সভাপতি সহ কয়েকজন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে মৌলভীবাজার শহর তথা দেশের প্রতিটি শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য থেকে গ্যাস ও সার প্রস্তুত করার সম্ভাব্যতা ইত্যাদি সম্প র্কে আলোচনা করেন|

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় ১৩ নভেম্বর ২০১১ তারিখ সাকাল ১০-০০ টায় মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক জনাব মুস্ত াফিজুর রহমানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর জেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের যে সকল সহযোগী সংস্থা কাজ করছে তাদের একটা নামের তালিকা প্রদান করেন | তিনি একই সঙ্গে তাঁকে মাঠ পর্যায়ে ভ্রমণের সময় অত্র ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা সমূহের কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ জানান|

সকাল ১০-৪৫ টায় মৌলভীবাজার সদরে অবস্থিত সোসিও-ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট এলায়েন্স-সিডা কার্যালয়ে মৌলভীবাজার জেলায় কর্মরত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ১০ সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সঙ্গে সভায় মিলিত হয়ে তাদের কার্যক্রম সম্প র্কে আলোচনা করেন| তিনি মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদের অসুবিধা সম্প র্কে অবহিত হন এবং ভালভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়নের অনুরোধ জানান| বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে আরও কি কি কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে, সে বিষয়ে তিনি অনানুষ্ঠানিক আলাপ করেন| এ সময় ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব এম.এ.এইচ শাহীন স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার জন্য বরাদ্দ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথা উলে-খ করেন| সিডা-র নির্বাহী পরিচালক শেখ সামছুজ্জামান আহমদ সভায় জানান যে, তিনি দু'টি চা বাগান এলাকায় বসবাসরত চা শ্রমিকদের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত পায়াখানা ব্যবহার সম্প র্কে শতভাগ সচেতনতা সৃষ্টি করেছেন এবং ঐ চা বাগান দু'টিকে শতভাগ স্যানিটেশনের আওতায় নিয়ে এসেছেন|

সভায় প্রজন্ম গ্রামীন উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক একটু ভিন্ন রকম প্রস্তাব উপস্থাপন করেন যা অনেকটা যুগোপযোগী| উই আর ফ্রেন্ড ফর হিউম্যান নামক এনজিওর নির্বাহী পরিচালক সভায় চা বাগান, হাওড় ও পাহাড়ী অঞ্চলে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ বরাদ্দের দাবি জানান| নির্বাহী পরিচালক আরও জানান যে, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা সাধারণত এক বছরেই ভরে যায় অথবা ফ্লাশ ফ্লাডে নষ্ট হয়ে যায়| সেজন্য সার্বক্ষণিক হার্ডওয়ার সাপোর্ট প্রয়োজন|

ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভা শেষে বেলা ২-০০ টায় জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলা সদরে শ্রীমঙ্গল ফাউন্ডেশন নামক সংস্থার অফিসে যান এবং তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন| পরে শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত পসবিদ উন্নয়ন সংস্থা নামক সহযোগী সংস্থার অফিসে যান এবং তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে কর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন| বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে কয়েকজন দরিদ্র মহিলার মধ্যে ছাগল বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকেন| তিনি জেলার কুলাউড়া উপজেলায় রাউতগাঁও নামক স্থানে সহযোগী সংস্থা প্রজন্ম গ্রামীন উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা প্রাপক বা উপকারভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন| তাঁর ধারণা হয় যে, তাঁরা স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার এবং আনুসাঙ্গিক স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলছেন| রাতে তিনি মৌলভীবাজারে প্রত্যাবর্তন ও অবস্থান করেন|

তিনি ১৪ নভেম্বর ২০১১ তারিখ সকাল ০৮-০০ টায় হবিগঞ্জের উদ্দেশে মৌলভীবাজার ত্যাগ করে সকাল ১০-৪৫ টায় হবিগঞ্জ সদরে অবস্থিত এডভান্সমেন্ট ব্যুরো ফর দি আর্টিকলস অব সোসাইটি বা আবাস এর ইনাতাবাদ আবাসিক এলাকাস্থ কার্যালয়ে পৌঁছান| সকাল ১১-০০ আবাস কার্যালয়ে হবিগঞ্জ জেলায় কর্মরত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ৬ সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সঙ্গে সভায় মিলিত হয়ে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন| তিনি মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদের অসুবিধা সম্পর্কে অবহিত হন এবং ভালভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়নের অনুরোধ জানান| তিনি বিকেল ২-০০ টায় ঢাকার উদ্দেশে হবিগঞ্জ ত্যাগ করে সন্ধ্যে ৭-০০ টায় ঢাকায় পৌঁছান|

প্রতিবন্ধী স্বাস্থ্যসেবা

সামাজিকভাবে প্রতিবন্ধীদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সকলের মধ্যে বিস্তার লাভ এবং সামাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় 'ভিলেজ এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট (ভাস্ড)' নামক সংস্থা রাজধানী ঢাকার অদূরে সাভার পৌরসভায় প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করছে| সংস্থাটি প্রতিবন্ধীদের বিনামূল্যে সহায়ক উপকরণ বিতরণ, ফিজিও থেরাপী, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা উপকরণ প্রদান করছে|

ভিলেজ এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট (ভাসড) নামীয় সংস্থাটির চলমান কার্যক্রম সমূহের মধ্যে প্রতিবন্ধী কল্যাণ ও সেবা অন্যতম| সংস্থাটির সাভার পৌর এলাকার বিভিন্ন পাড়া ও মহল-ার ৫২ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধরণের সহায়ক উপকরণ ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং কয়েকজন প্রতিবন্ধী শিশুকে শিক্ষা উপকরণ প্রদানের নিমিত্তে সংস্থাটি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের নিকট থেকে এক লক্ষ টাকার অনুদান প্রাপ্ত হয়| অনুদানের অর্থে সংস্থাটি ৪টি হুইল চেয়ার, ৮টি আর্ম স্ক্রাচ, ৫টি এলবো স্ক্রাচ, ১১টি সাদা ছড়ি, ৭টি ওয়াকার, ২টি ফোর-ফুটেড স্টিক, ৩টি স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, ১টি স্পেশাল সু, ১টি স্পেশাল চেয়ার, ১টি কর্ণার চেয়ার এবং ২টি টয়লেট চেয়ার প্রদান করেছে| তাছাড়া ৪ জন প্রতিবন্ধী শিশুকে শিক্ষা-উপকরণ প্রদান করা হয়েছে| সি এইচ ডি আর টি কর্তৃক প্রতিবন্ধীদের ধরণ অনুসারে বিনামূল্যে থেরাপী প্রদান করা হয়|

সহায়ক উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের চলাচলের সক্ষমতা বাড়ছে| টয়লেট চেয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে তারা সহজে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে পারছেন| প্রতিবন্ধী শিশুরা শিক্ষা উপকরণ পেয়ে শিক্ষালাভে আগ্রহী হয়েছে| স্বাস্থ্য কর্মীর মাধ্যমে থেরাপীর সুযোগ পেয়ে প্রতিবন্ধীগণ প্রতিবন্ধীতা ও কষ্ট থেকে আস্তে আস্তে রেহাই পাচ্ছেন| অনেক প্রতিবন্ধী সহায়ক উপকরণ পেয়ে বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজে নিয়োজিত হয়ে যেমন উপকৃত হচ্ছেন তেমনি পরিবারের দায়ভার গ্রহণ করতে পারছেন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখছেন |

প্রতিবন্ধী সোহেল

সোহেল হোসেন, পিতা মতালেব হোসেন, বয়স ২৪ বছর, ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার আশুলিয়া কলাবাগান মহল-ায় পরিবারের সাথে বসবাস করেন| সোহেল জন্মগতভাবে প্রতিবন্ধী| ভাই বোনের মধ্যে সে বড়| আর্থিক অবস্থা ভাল না| গর্ভকালীন সময়ে তার মায়ের পুষ্টির অভাব ছিল এবং দীর্ঘ সময় প্রসব বেদনা ছিল| জন্মের সময় সে মাথায় আঘাত পেয়েছিল| তাই চিকিৎসকরা বিভিন্ন পরীক্ষা করে বলেছিলেন সোহেল যতদিন বাঁচবে ততদিন পর্যন্ত কথা বলতে পারবে না এবং হাঁটার

সমস্যাও থাকবে| জন্মের পর থেকে তাকে প্রতিবন্ধী জীবনের সাথে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হচ্ছে| সোহেল এখন কথা বলতে পারে না, একা খেতে পারে না এবং হাঁটতেও পারে না| দিন রাত শুয়ে কাটায়|

এমতাবস্থায় সোহেলের পরিবার ভিলেজ এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট (ভাসড) এর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন কর্মসূচির কথা জানতে পারে| তারা সংস্থাটির সাথে যোগাযোগ করে| বিএনএফ এর অর্থয়ানে ভাস্‌ড সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্পের আওতায় সোহেলকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়| প্রকল্পের সিএইচডিআরপি রুমা আক্তার পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে সোহেলের শরীরের প্রতিটি হাড়ের জয়েন্টগুলো শক্ত হয়ে আছে এরপর থেকে রুমা আক্তার সোহেলকে নিয়মিত থেরাপী প্রদান করেন এবং বাড়ির অন্যান্য সদস্যদেরকে থেরাপীগুলো শিখিয়ে দেন| নিয়মিত থেরাপী দেয়ায় বর্তমানে সোহেলের শারীরিক উন্নতি দেখা যাচ্ছে| বিএনএফ এর অর্থয়ানে ভাস্‌ড সংস্থা থেকে সোহেলকে একটি হুইল চেয়ারও প্রদান করা হয়| ফলে সোহেল চলাফেরা করতে পারছে| স্বাস্থ্যসেবা ও হুইল চেয়ার পেয়ে সোহেল ও তার পরিবার অনেক উপকৃত হয়েছে|

সমন্বিত নারী উন্নয়ন প্রকল্প

মথুরাপাড়া মহিলা উন্নয়ন সংস্থা (মমউস) ২০০৫ সাল থেকে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগীতায় সমন্বিত নারী উন্নয়ন প্রকল্পটি চালু করে| প্রকল্পের শুরুতে সংস্থাটি এলাকার বেশ কিছু দুঃস্থ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও প্রতিবন্ধী নারীদের সনাক্ত করে| তাদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ যেমন- সেলাই ও এ্যামব্রয়ডারী, মুদি ব্যবসা পরিচালনা, মোমবাতি তৈরি ও বাজারজাতকরণ, মিঠাই-মিষ্টান্ন ও হালকা খাবার তৈরি এবং তা বাজারজাতকরণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে| প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেককে ব্যবসা পরিচালনার জন্য নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়|

মাজেদা বেগম

বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার চন্দনবাইশা ইউনিয়নের বাসিন্দা মোছাঃ মাজেদা বেগম, বয়স ৩৫ বছর, স্বামী মোঃ রহিদুল ইসলাম একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী| ২ মেয়ে ও ১ ছেলেকে নিয়ে তাঁর সংসার| তিনি যমুনার তীরবর্তী এলাকায় ওয়াবদার বাঁধে ছোট্ট দু'টি দু'চালা ঘর তুলে সেখানেই কোন রকমে বসবাস করেন| জমি জমা বলতে কিছুই নেই| সব কিছু নদী গর্ভে বিলিন হয়ে গেছে| শারীরিক প্রতিবন্ধী স্বামী সামান্য চায়ের দোকান করে যে আয় রোজগার করত তাতে অতি কষ্টে চলত তাদের সংসার| সংসারে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত যোগান দেয়াই তাদের পক্ষে কঠিন ছিল তাই ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার কথা চিন্তা করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না|

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের (বিএনএফ) আর্থিক সহায়তায় মথুরাপাড়া মহিলা উন্নয়ন সংস্থা সমন্বিত নারী উন্নয়ন

সংস্থাটি বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার কর্নিবাড়ি, কুতুবপুর, ভেলাবাড়ি ও চন্দনবাইশা ইউনিয়নে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে| প্রশিক্ষণ ও নগদ অর্থ পেয়ে এসব নারীরা একে একে তাঁদের ব্যবসার কর্যক্রম শুরু করেন| তাঁদের মধ্যে ২০ জন নারী নিজ নিজ গৃহে সেলাই ও এ্যামব্রয়ডারীর কাজ শুরু করেছেন যা থেকে তাঁরা মসে প্রায় ৪,০০০/- থেকে ৫,০০০/- টাকা আয় করছেন| ১০ জন নারী মুদির দোকান প্রতিষ্ঠা করেছেন| এসব দোকান থেকে তাঁরা মাসে ৫,০০০/- থেকে ৬,০০০/- টাকা অনায়াসে আয় করছেন| ১০ জন নারী ২ দলে বিভক্ত হয়ে মোমবাতি তৈরির কাজ করে তা থেকে তাঁরা মাসিক ৩,০০০/- থেকে ৪,০০০/- টাকা আয় করেন| ১০ জন নারী নিজ গৃহে মিঠাই তৈরি করে এপাড়া ওপাড়া বিক্রি করে মাসে ৪,০০০/- থেকে ৫,০০০/- টাকা আয় করছেন| এভাবে অত্র এলাকায় প্রায় ৫০ জন মহিলা কাজে নিয়োজিত হয়ে নিজ পরিবারের আয়ের একটি অংশ পরিবারের হাতে তুলে দিতে পারছেন| তাঁদেরই একজন মাজেদা বেগম যিনি হালকা খাবার তৈরি ও বিক্রি করে স্বামীর গৃহে এখন বেশ সুখেই আছেন|

প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথমে মাজেদা বেগমকে ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং পরে তাকে মিষ্টান্ন তৈরির উপরও প্রশিক্ষণ দেয়| প্রশিক্ষণের পর সংস্থাটি ব্যবসা পরিচলনার জন্য তাঁকে অফেরতযোগ্য ৪,২০০/- টাকা প্রদান করে| এ অর্থ দিয়ে মাজেদা বেগম নিজ উদ্যোগে হালকা খাবার ও মিষ্টান্ন যেমন- জিলাপি, ফুল-া, পুরি, পিয়াজু, রুটি প্রভৃতি তৈরি করে বিক্রি করা শুরু করেন| স্বামীর পাশাপাশি মাজেদা বেগম নিজেও যখন এ কাজ শুরু করেন তখন তাঁদের দু'জনের ব্যবসা মোটামুটি ভালই চলতে শুরু করে| বর্তমানে প্রতিদিন তাঁরা ১,০০০ থেকে ১,৫০০ টাকার খাবার বিক্রি করেন| যা থেকে অনায়াসে ২০০ থেকে ৩০০ টাকা লাভ হয়| লাভের অর্থ দিয়ে তাঁরা দৈনন্দিন খরচাদি বেশ ভালভাবে চালাতে পারেন| আগের মত তাঁদের সংসারে আর কোন টানাপোড়েন নেই| দু'জনের আয়ে তাঁরা বেশ ভালই আছেন| ছেলে-মেয়েকেও এখন স্কুলে পাঠাতে পারছেন| মাজেদা বেগমের বড় শখ দু'মেয়েকে এসএসসি পাশ করাবেন এবং ভাল ঘর ও ছেলে দেখে বিয়ে দিবেন| আর ছেলেটাকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় অফিসার বানাবেন| তিনি তাঁর এ প্রশিক্ষণ ও সহায়তাকে স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ হিসেবে বেছে নিয়েছেন|

প-াবন ভূমিতে বাইড়ায় শাক-সবজি
চাষে নতুন দিগন্ত

বাংলদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহয়তায় স্বদেশ উন্নয়ন সংস্থা বাইড়ায় বা পানিতে ভাসমান বাগানে (ঋষড়ঃরহম ঠবমবঃধনষব এধৎফবহ) শাক-সবজি চাষ করে দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকদের আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে যা এলাকায় দারিদ্র্য দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে| সংস্থাটি গোপালগঞ্জ জেলার মুকসূদপুর উপজেলার নণিক্ষীর ইউনিয়নে ও কোটালীপাড়া উপজেলার কলাবাড়ী ইউনিয়নে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে|

বাইড়া ঃ বাইড়া হল পচা কচুরিপানার ভাসমান স্তুপ| পানির উপর কচুরিপানা দিয়ে গাদা তৈরি করে এবং তা পচিয়ে ভাসমান অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি চাষাবাদ করাকে স্থানীয়ভাবে বাইড়া চাষ বলে| বাইড়াকে বিজ্ঞানের ভাষায় ঐুফৎড়ঢ়যড়হরপ বলা হয়| যখন খাল-বিলে পানি প্রবেশ করে সাধারণত মে-জুন মাস থেকে বাইড়া বাঁধা শুরু করা যায়| তবে জমাটবদ্ধ পানি যেমন: পুকুর, দীঘি ইত্যাদিতে যদি কচুরিপানা থাকে তবে যে কোন সময় বাইড়া বাঁধা যায় (ঐুফৎড়ঢ়যড়হরপ পঁষঃঁৎধষ রহ ঃযব বিঃষধহফং)| বাইড়াতে শাক-সবজি ভাল হয় কারণ শাক-সবজি অঙ্কুরোদগম থেকে খাবার উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত যে সমস্ত খাদ্য উপাদান গাছের দরকার তা কচুরিপানা দ্বারা তৈরি বাইড়াতে বিদ্যমান| এর স্থায়ীত্বকাল ৭ থেকে ৮ মাস| যখন বিল এলাকায় পানি নেমে যায় তখন এই বাইড়া মাটির সাথে মিশ্রিত হয়ে উৎকৃষ্ট জৈব সারের কাজ করে|

বাংলদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে স্বদেশ উন্নয়ন সংস্থা ৪ (চার) কিস্তিতে ৬ (ছয়) লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েছে| সংস্থাটি নণিক্ষীর ও কলাবাড়ি ইউনিয়নের ১৬০ জনকে বাইড়া তৈরি ও চাষের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে| সংস্থাটি বাইড়া তৈরির জন্য নগদ অর্থ ও বিনামূল্যে বীজ বিতরণ করেছে| এ পর্যন্ত ৫৭৫টি বাইড়া তৈরি করেছে এবং ২২৫টি বাইড়া তৈরি প্রক্রিয়াধীন আছে|

জলাভূমি ও বিল এলাকায় দারিদ্র্য দুরীকরণে বাইড়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারছে| উৎপাদন পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে একটি বাইড়া থেকে প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ টাকা আয় করা সম্ভব| এ ভাবে একজন ভূমিহীন কৃষক ৫/১০টি বাইড়া তৈরি করে শাক-সবজি ও চারা উৎপাদন করে প্রায় ১০,০০০/২০,০০০ টাকা আয় করছে| যেহেতু বাইড়া তৈরি করতে কোন নির্দিষ্ট জমির প্রয়োজন নেই এবং বাইড়া এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া যায় তাই দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকরা বাইড়া চাষাবাদ করে আত্মকর্মসংস্থানের পথ বেছে নিচ্ছে| তেমনি একজন ভূমিহীন কৃষক কোটালীপাড়া উপজেলার রামনগর গ্রামের শচিন গাইন তিনি জানান যে, ৫০/৯ হাত মাপের একটি বাইড়া থেকে ২৮ মন হলুদ এবং প্রচুর আলু, কচু ও অন্যান্য শাক-সবজি পেয়েছেন| একই রকম কথা বললেন বৈকুণ্ঠপুরের লক্ষী রাণী হালদার, মন্টু দাস এবং কলাবাড়ীর স্বপন হালদার| বিভিন্ন শাক-সবজি যেমন: লাল শাক, পালং শাক, লাউ, কুমড়া এবং বিভিন্ন বীজ উৎপাদন করে তাঁদের মত অনেকে স্বাবলম্বি হয়েছেন| তাই বিল এলাকায় কচুরিপানা দিয়ে বাইড়া তৈরি করে পানিতে ভাসমান চাষাবাদে কৃষি কাজে বিশাল সম্ভাবনাময় ভবিষৎ গড়ে তোলা সম্ভব, যা দিয়ে অর্থনৈতিক দিক থেকে বেশ লাভবান হওয়া যাবে এবং পারিবারিক পুষ্টির চাহিদাও মিটবে|

নারীর ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগীতায় কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর

উপজেলার দুর্গাপুর, বুড়াবুড়ি ও পান্ডুল ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামের দরিদ্র, দু:স্থ ও অসহায় নারীদের হাঁস-মুরগী পালন ও ছাগল পালন প্রশিক্ষণ এবং বিনামূল্যে উপকরণ বিতরণের মাধ্যমে “নারীর ক্ষমতায়ন” কর্মসূচি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সাথী এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন|

নারীর ক্ষমতায়ন শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় সংস্থাটি ৪(চার) কিস্তিতে মোট ৭(সাত) লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েছে| সংস্থাটি এ পর্যন্ত মোট ৩৭৫ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাদের বিনামূল্যে উপকরণ বিতরণ করেছে| তাদের মধ্যে ১০০ জন নারীকে হাঁস-মুরগী পালনের উপর ৩ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রত্যেককে ১০টি করে মুরগী বিনামূল্যে প্রদান করা হয় এবং ২৭৫ জন নারীকে ছাগল পালনের উপর ২ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রত্যেককে ১টি করে ছাগল প্রদান করা হয়| তাছাড়া উপকারভোগীদের নারী নির্যাতন, নারী অধিকার, বাল্য বিবাহ ও যৌতুকের কুফল প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়|

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা গত ১২ ও ১৩ নভেম্বর ২০১১ তারিখে সাথী এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত "নারীর ক্ষমতায়ন" শীর্ষক কর্মসূচি সরেজমিনে পরিবীক্ষণ করেন| মাঠ পর্যায়ে পরিবীক্ষণ শেষে তিনি উলে-খ করেনে যে, ২৭৫ জন নারীকে ১টি করে ছাগল প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে ৫টি মারা যায় এবং ১টি খোয়া যায়| অবশিষ্ট ২৬৯ টি ছাগল থেকে গত ২ বছরে ৫০৯টি বাচ্চা জন্মে| বর্তমানে সকল ছাগলের বাজার মূল্য ১২,০০,০০০/- (বার লক্ষ) টাকা| উপকারভোগীদের মধ্যে ১৮ জন উপকার ভোগী ছাগল বিক্রি করে গরু কিনেছে| ৫ জন উপকারভোগী ১টি করে রিক্সা কিনেছে| ছাগল বিক্রি করে ১ জন উপকারভোগী মাছ চাষ করার জন্য পুকুর লীজ নিয়েছে| ছাগল বিক্রি করে ২ জন উপকারভোগী ২টি সেলাই মেশিন কিনেছে| বর্তমানে উপকার ভোগীদের ঘরে ২৬৯+৫০৯ = ৭৭৮টি ছাগল রয়েছে| আগামী কিছু দিনের মধ্যে ছাগলের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হবে যার বাজার মূল্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াবে| তাছাড়া উপকারভোগীদের নারী নির্যাতন, নারী অধিকার, বাল্য বিবাহ ও যৌতুকের কুফল প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ফলে তাদের পারিবারিক কলহ কিছুটা হলেও কমেছে|

বিএনএফ এর পরিচালনা পরিষদের ৫৫তম সভা

গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন- এর সভা কক্ষে পরিচালনা পরিষদের ৫৫তম সভা অনুষ্ঠিত হয়| এতে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল বায়েস| সভায় ফাউন্ডেশনের ৫৪তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্ত বায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়| ৫৫তম সভায় সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতি প্রশিক্ষণার্থীর প্রতিদিনের জন্য ৮০০/- থেকে বৃদ্ধি করত ৯০০/- টাকা প্রশিক্ষণ ফি পুনর্নির্ধারণ করা হয় এবং ফাউন্ডেশনের চাকুরেদের গোষ্ঠী বীমা চালুর জন্য বীমার প্রিমিয়ামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বীমার প্রিমিয়াম নির্ধারণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়|

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ

দারিদ্র বিমোচন সংস্থা (দাবিস) বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর ও নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলায় স্যানিটেশন কর্মসূচি এবং পার্বতীপুর উপজেলার বেলাচন্ডী ইউনিয়নের ৭টি গ্রামে শিশু প্রারম্ভিক বিকাশ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে| সংস্থাটি এ পর্যন্ত বিএনএফ থেকে ছয় কিস্তিতে এগার লক্ষ টাকা পেয়েছে|

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের (বিএনএফ) আর্থিক সহয়তায় ২০০৫ সাল থেকে কাজ করছে দারিদ্র বিমোচন সংস্থা (দাবিস)| সংস্থাটি প্রথম দুই কিস্তির অনুদানে 'সবার জন্য স্যানিটেশন ও সুপেয় পানি' প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে| এ প্রকল্পের আওতায় তারা দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ৪৭৫ সেট ল্যাট্রিন ও ২৫ সেট টিউবওয়েল বিতরণ করেছে, যা কর্ম এলকায় পরিবেশ দূষণ মুক্ত করেছে এবং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করেছে| এর মাধ্যমে সংস্থাটি সরকার ঘোষিত সবার জন্য স্যানিটেশন প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে|

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)এর অর্থয়ানে দারিদ্র বিমোচন সংস্থা (দাবিস) পরবর্তীতে 'শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে| ৩-৫ বছর বয়সের শিশুদের আবেগিক, শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধি বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী করাই এ প্রকল্পের মূল কাজ| প্রকল্পের কেন্দ্রগুলোতে বিভিন্ন প্রকার খেলনা ও শিক্ষা উপকরণ বিনা মূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে| ফলে শিশুরা আনন্দের সহিত শিশু বিকাশ কেন্দ্রগুলোতে উপস্থিত হচ্ছে| তাদের বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে এবং পরবর্তীতে তাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে| শিশু বিকাশ কেন্দ্রগুলোর শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খুবই ভালো করছে| কর্ম এলাকায় শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া রোধ হচ্ছে| তারা স্বাস্থ্য, শিক্ষা সম্বন্ধে জানতে পারছে| নাচ, গান, ছড়া ও কৌতুকসহ বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা শিক্ষা প্রদান করা হয় বলে শিশু বিকাশ কেন্দ্র গুলোতে উপস্থিতি চোখে পড়ার মত|

উপরে বর্ণিত কার্যক্রম ছাড়াও অভিভাবক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে মাস ভিত্তিক সামাজিক সচেতনতা যৌতুক,

তালাক, বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ, এসিড নিক্ষেপ, শিশু পাচার, স্যানিটেশন ও হাঁস-মুরগী পালন সহ বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সচেতনতা ও উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে আলোচনা করা হয়| কর্মসূচির সফলতা নিয়ে এলাকায় যথেষ্ট সুনাম ছড়িয়েছে| শিশুর প্রারাম্ভিক বিকাশ কেন্দ্রগুলোতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষা অফিসার ও সহকারী শিক্ষা অফিসারগণ পরিদর্শন করেছেন| বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় শিশু শ্রেণীর জন্য শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ প্রকল্প খুবই সহায়ক ভূমিকা রাখছে বলে তাঁরা মন্তব্য করেন|

সংস্থাটি ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির অর্থে পার্বতীপুর উপজেলার বেলাইচন্ডি ও রামপুরা ইউনিয়নের ১২টি কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৯০০ জন শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী করতে সক্ষম হয়েছে| তাছাড়া ৫ম ও ৬ষ্ঠ কিস্তির অর্থে বেলাইচন্ডি ইউনিয়নের ৭টি কেন্দ্রে মাধমে ২২৫ জন শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী করে তোলা হয়েছে এবং ২৪০ জন শিশুর শিক্ষা কর্যক্রম চালু রয়েছে| কর্মসূচি পরিচালনায় ৭জন কেন্দ্র শিক্ষিকা ও একজন সুপারভাইজারকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে|

সামাজিক সচেতনতার ফলে শিশুরা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করছে| অভিভাবকগণ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করছেন| এলাকায় মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে| অভিভাবকগণ নিজ উদ্যোগে শিশু বিকাশ কেন্দ্র গুলোতে সপ্তাহে একবার শিশুদের পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করে| সার্বিকভাবে বর্তমানে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের গুণগত মান রক্ষায় শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ প্রকল্প সহায়ক ভূমিকা রাখছে|

বিএনএফ নিউজ লেটার

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)

৫৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২|

ফোনঃ 88-02-9888116, 9880230, 9883139

ফ্যাক্সঃ 88-02-8837149

ই-মেইল: bnf@ngofoundation.org.bd

ওয়েব : www.ngofoundation.org.bd

সামাজিকভাবে বহু বিবাহ প্রতিরোধ করুন|

বিএনএফ স্টাফের কন্যার কৃতিত্ব

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের গাড়ী চালক জনাব মোঃ মহসীন-এর কন্যা সানজিদা আফরোজ মীম ২০১১ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ, মিরপুর, ঢাকা থেকে জিপিএ ৪.৫৮ পেয়ে কৃতকার্য হয়|

বুক পোস্ট

সম্পাদনায় ও প্রকাশনায়ঃ মুহম্মদ আবু তাহের খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক|